১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২ এপ্রিল ২০১৮, সোমবার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু-কিশোর,

তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

'১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দেশের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু, তাদের পরিবার, সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-বোনকে।

দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ''নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন, হোক না তারা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন'' যা সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সুধিবৃন্দ,

অটিজম বিষয়টি আমাদের সমাজে এখন আর নতুন নয়। দিনে দিনে এই অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যাও বাড়ছে।

এসব অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের বিষয়ে আমি এবং আমার সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। এসব কোমলমতি শিশুদের বিশেষ চাহিদাসমূহকে মাথায় রেখে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া সম্ভব হলে এরাও দেশের অমূল্য সম্পদে পরিণত হবে।

আমরা কাউকে প্রতিবন্ধী বা অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন বলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। তাদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক ধারণা এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জীবনের শুরু থেকে তারা বৈষম্য ও অবজ্ঞার স্বীকার হয়। সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

আগে বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কে মানুষের তেমন কোন ধারণা ছিল না। আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ-এর নিরলস প্রচেষ্টায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অটিজম-এর গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে এখন বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন।

অটিজম সচেতনতা ও জনস্বাস্থ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ এশিয়া ''অটিজম চ্যাম্পিয়ন'' এর স্বীকৃতি পেয়েছে।

সায়মা 'ইউনেস্কো'র একটি আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি এবং জাতিসংঘের মানসিক স্বাস্থ্য প্যানেলের একজন সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে চলেছে।

সুধিবৃন্দ,

অমরা সুষম উন্নয়নে বিশ্বাস করি। অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাদের এই দেশেরই নাগরিক এবং পরিবার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সায়মা ওয়াজেদ-এর পরামর্শে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন শুরু করি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-

- অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ২০১৩ সালে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ।
- ২০১৪ সালে অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট' গঠন। মোট ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- বর্তমান অর্থ বছরে ৮ লাখ ২৫ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে মোট ৬৯৩ কোটি টাকা ভাতা প্রদান।
- ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি ৯৬৩ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ হাজার ৪০৫টি ব্রেইল বই বিতরণ করা হয়েছে।
- এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য 'অভিগম্য অভিধান' বা অ্যাকসিসিবল ডিকশনারি তৈরি করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধীর শিক্ষার্থীরা মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে বাংলা একাডেমির চারটি অভিধান ব্যবহার করতে পারবে।
- ৮০ হাজার প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্তরভেদে মাসিক ৫০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত মোট ৫৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান ।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সুবিধার্থে ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ)-এর আওতায় ৬৩ হাজার ৬৯১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৪০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ প্রদান।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারায় আনতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় অটিজম ও এনডিডি একাডেমী স্থাপনের কাজ শুরু করেছি।
- ঢাকার মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কমপ্লেক্সে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- এখানে অটিজমসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন থেরাপি সেবাসহ সকল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবেন।
- অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু।
- রিসোর্স সেন্টারের সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Pediatric Neuro disorder and Autism (IPNA) ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে।
- দেশের মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ২০১১ সাল থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজনিত শিশুদের চিকিৎসা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে ঢাকা শিশু হাসপাতাল ছাড়াও দেশের ১৫টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু আছে।
- বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকার থেরাপিসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন।
- এসব জায়গায় একটি করে অটিজম ও এনডিডি কর্নার চালু করা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়েই থেরাপিসহ অন্যান্য সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
- এছাড়া ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র অটিজমসহ সকল প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ধরনের থেরাপিসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- আমরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ১৮ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছি ।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে অটিজমসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
- ঢাকার অদূরে সাভারে ১২ একর জমিতে প্রায় ২৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে।
- জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.১৬ একর জায়গা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- আমরা ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছি।
- বিসিএস-সহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরির জন্য ১% কোটা সংরক্ষণ।
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ১০% কোটা সংরক্ষণ।
- আগামীতে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাজেট প্রণয়ন করবো।

সুধিমন্ডলী,

প্রতিবন্ধীতার কারণে কোন শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে রাখা যাবে না। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্নসহ সকল প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। ফলে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু নিজ পরিবার থেকে বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে সাধারণ শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে মিশে মানুষের ভিন্নতা সম্পর্কে জানবে এবং ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা পাবে।

বর্তমানে সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালার আওতায় ৬২টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৮ হাজার অটিজমসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে।

অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য আমি কর্পোরেট সেক্টর ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। নিয়োগ পেলে তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

২০১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস্-এ অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে ২৬ জন প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করে ৯টি স্বর্ণ, ১৫টি রৌপ্য এবং ৭টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, ডারউইন, নিউটনসহ অনেকে অটিজমে আক্রান্ত ছিলেন। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম বাটলার ইয়টস্, ড্যানিস কবি হ্যানস্ এন্ডারসন, সুরকার মোজার্ট ও সদ্যপ্রয়াত বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস্ অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলেন। অটিজমকে জয় করেই তাঁরা নিজেদের স্মরণীয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সুধিবৃন্দ,

বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড, উদ্ভাবন, আইসিটি প্রোগ্রাম, রাস্তা ও অবকাঠামো নির্মাণসহ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করতে হবে। কারণ তারা আমাদেরই ভাই-বোন, সন্তান-আপনজন।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও উপযোগী পরিবেশ পেলে অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠে আমাদের জন্য অপার সম্ভাবনা বয়ে আনবে। তাই আসুন আমরা অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের পাশে দাড়াই।

সুধিবৃন্দ,

আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। ২০২১ সালে আমরা মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের এ অগ্রযাত্রায় অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...